২২/৮/২০০৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ১......

উপাচার্যের নিরাপত্তার কি হবে?

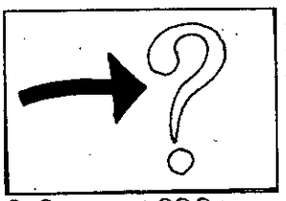

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা ছিল এখন পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটেনি বটে তবে উত্তেজনা ছড়িয়েছে অন্যভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা হঠাৎ করেই প্রত্যাহার করে নিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এমন একটা সময়ে কেমন করে সিদ্ধান্তটা নেয়া হলো এ প্রশ্ন উঠছেই। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি থমথমে, কিছুদিন আগে উপাচার্যের গাড়ি ভাংচুর হয়েছে। ঝুঁকি বেড়েছে আগের চেয়ে বেশি। এই পরিস্থিতিতে কোন রকম ঘোষণা বা আলোচনা ছাড়াই উপাচার্য ও প্রক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত বুধবার এ সম্পর্কে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদটিতে নেপথ্য ঘটনার যে তথ্য পাওয়া গেছে তা দুঃখজনক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্যের নেতৃত্বে সিন্ডিকেট সদস্যদের সাক্ষাতপর্বটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। দেড় ঘণ্টা ধরে তাঁরা কথা বলেছেন কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের মতো নাকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাক্ষাতপর্বটি। উপাচার্যের গাড়ি ভাংচুরের ঘটনার অনুযোগ এবং দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সন্ত্রাসের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানালে প্রধান উপদেষ্টা সেটাকে খুব ভালভাবে নেননি, তিনি নাকি বিশেষ ইঙ্গিতও করেছিলেন। সম্ভবত পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ তুলেছিলেন। উপাচার্যও নাকি উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, তিনি ৭৯ ভোটের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক ৬৪ ভোট পেয়েছিলেন নির্বাচনে। এ বিষয়টিকেও প্রধান উপদেষ্টা ভাল মনে করেননি। সেই ব্যক্তিগত অপছন্দের প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত ১৯৯৭ সাল থেকে প্রচলিত বিশেষ পুলিশী নিরাপত্তা প্রত্যাহারের হুকুম দেয়া হয়েছে। ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা তাই বলেছেন। প্রকাশিত সংবাদে আরও জানা গেছে, তৎকালীন মহানগর পুলিশ কমিশনার উপাচার্য ও প্রক্টরের নিরাপত্তার জন্য এসবির চারজন এসআইকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর পিছনে আগেকার কিছু ঘটনা ছিল। ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে একটি হলে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে গিয়েছিলেন উপাচার্য। সে সময় একটি ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা হামলা চালিয়েছিল তাঁর গাড়িতে। তার আগে এরশাদ আমলে তৎকালীন ভিসি ৭ ছাত্রকে বহিষ্কার করায় তাঁকে নিউ মার্কেটের গেটে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলেছিল। বর্তমান উপাচার্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে থাকায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতেন বিভিন্ন সংঘাতময় পরিস্থিতিতে। বহু ক্ষেত্রে তিনি সশরীরে উপস্থিত হতেন। বিভিন্ন সময়ে ৬৭ ছাত্রকে বহিষ্কারও করেছিলেন তিনি। কিন্তু হুমকি থাকলেও তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। এখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় ঝুঁকি বাড়ল। প্রশ্ন হচ্ছে– নির্বাচন নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু করার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সম্পর্ক কি! রাষ্ট্রীয় রুটিন কাজ চালানোর পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় নাকি বিষয়টি? ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণে একটি ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার বিষয়টি হুমকির মুখে পড়ল। এটা শুধু দুঃখজনকই নয়, খুবই যুক্তিহীন কাজ। এর সূত্র ধরে যেসব কথাবার্তা এখন ছড়াচ্ছে তা বড় স্বস্তিকর নয়। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অঘটন ঘটলে তার দায়িত্ব বর্তাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপরই এবং সেটা খুব একটা স্বস্তিকর হবে না। যে কাজটা করা হয়েছে তা উস্কানিমূলক। কাজেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা করাটাই শ্রেয়। আমরা আশা করছি শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবেন দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরকম সঙ্কট সৃষ্টি হলে তার প্রতিক্রিয়ায় খুবই নাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে।